রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ ফাল্গুন ১৪১৩/১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

এস, আর, ও নং ২০-আইন/২০০৭।—জরুরী ক্ষমতা অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার জরুরী ক্ষমতা বিধিমালা, ২০০৭ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথাঃ—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(ক) বিধি ১১ এর—

(অ) উপান্তটীকার "আপীল" শব্দের পর ",ইত্যাদি" কমা ও শব্দ সন্নিবেশিত হইবে;

(আ) বিদ্যমান বিধান উপ-বিধি (১) হিসেবে সংখ্যায়িত হইবে এবং উক্ত সংখ্যায়িত উপ-বিধি (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (২), (৩), (৪), (৫) ও (৬) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন আপীল দায়ের হইলে উহা দাখিলের ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে উক্ত আপীল নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(৩) দুর্নীতি সম্পর্কিত অপরাধের অভিযোগে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দণ্ডাদেশ প্রদান করা হইলে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহার বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিলে, আপীল আদালত, আপীল চলাকালীন সময়ে, উক্ত দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি প্রদান, বা নিম্ন আদালতের রায় ও আদেশের কার্যকরতা স্থগিত, করিতে পারিবে না।

(৪) আপীল চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিজ নামে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির নামে অর্জিত ও রক্ষিত কোন অর্থ বা নগদায়নযোগ্য কোন বন্ড, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেটসহ যে কোন সার্টিফিকেট বা অনুরূপ অন্য কোন ইন্সট্রুমেন্ট বা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে প্রদত্ত অবরুদ্ধকরণ, ক্রোক বা বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ বহাল থাকিবে।

(৫) এই বিধিমালার অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায় কোন ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে এবং উক্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইলে, উক্ত দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি জাতীয় সংসদসহ যে কোন স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য হইবেন।

(৬) এই বিধিমালার অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায় কোন ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে এবং উক্ত দণ্ড হইতে মুক্তিলাভের পর উক্ত দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন সরকারী, আধা-সরকারী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা সরকারের সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এমন কোন প্রতিষ্ঠানের কোন পদে অধিষ্ঠিত হইবার অযোগ্য হইবেন।";

(খ) বিধি ১৫ এর "এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ৭নং আইন) এর অধীন" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে ", মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ৭নং আইন) এবং Income Tax Ordinance, 1984 (Ord.No. XXXVI of 1984) এর অধীন আয়কর," কমাগুলি, শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি এবং "অপরাধ উদঘাটন করিতে" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপরাধ উদঘাটন, অভিযোগ বা মামলা দায়ের" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) বিধি ১৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন বিধি ১৫ক, ১৫খ, ১৫গ এবং ১৫ঘ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"১৫ক। **দুর্নীতি সম্পর্কিত অপরাধের আইনগত কার্যধারা বা মামলা চলাকালে অর্থ, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, ইত্যাদি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকাদেশ।**—(১) বিধি ১৫ এর অধীন দুর্নীতি সম্পর্কিত কোন অপরাধে বা সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত বা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন প্রতিষ্ঠানে যে কোন ধরণের টেন্ডার বা অন্যবিধভাবে ক্ষমতার অপব্যবহারক্রমে ঐসকল প্রতিষ্ঠানের যে কোন কার্যাদেশ নিজ নামে বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বরাবরে প্রদানের বিনিময়ে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার অভিযোগে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আইনগত কার্যধারা বা মামলা শুরু বা রুজু করা হইলে বা উক্ত কার্যক্রম বা মামলার প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা আটক করা হইলে, উক্ত ব্যক্তির নিজ নামে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির নামে দেশে কিংবা বিদেশে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে থাকা বা রক্ষিত কোন নগদ অর্থ বা নগদায়নযোগ্য বন্ড, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেটসহ যে কোন সার্টিফিকেট বা অনুরূপ অন্য কোন ইন্সট্রুমেন্ট কিংবা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আইনগত কার্যধারা বা মামলার সিদ্ধান্ত বা ফলাফলের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে উক্ত নগদ অর্থ বা নগদায়নযোগ্য বন্ড, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেটসহ যে কোন সার্টিফিকেট বা এ জাতীয় অন্য কোন ইন্সট্রুমেন্ট কিংবা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে আইনগত কার্যধারা বা মামলা চলমান থাকার যে কোন পর্যায়ে সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট উহাদের অবরুদ্ধকরণ (freezing) বা ক্রোকের (attachment) আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অবরুদ্ধ বা ক্রোককৃত অর্থ বা নগদায়নযোগ্য বন্ড, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেটসহ যে কোন সার্টিফিকেট বা অনুরূপ অন্য কোন ইন্সট্রুমেন্ট কিংবা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না; এবং উক্তরূপে বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হইলে, উহা অবৈধ ও অকার্যকর হইবে।

১৫খ। **দুর্নীতি সম্পর্কিত অপরাধের আইনগত কার্যধারা বা মামলা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর পূর্বে অর্থ, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, ইত্যাদি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকাদেশ।**—(১) বিধি ১৫ক বা প্রচলিত অন্য কোন আইন বা তদধীন প্রণীত

কোন বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিধি ১৫ এর অধীন দুর্নীতি সম্পর্কিত কোন অপরাধের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যদি এইরূপ অনুমান করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতি সম্পর্কিত কোন মামলা বা অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়েরের পূর্বেই উক্ত ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে তাহার নিজ নামে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির নামে অর্জিত ও রক্ষিত কোন অর্থ বা নগদায়নযোগ্য কোন বন্ড, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেটসহ যে কোন সার্টিফিকেট বা অনুরূপ অন্য কোন ইন্সট্রুমেন্ট বা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করিতে পারেন, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ, আনুষ্ঠানিক মামলা বা অভিযোগ দায়েরের পূর্বেই, উক্ত অর্থ বা নগদায়নযোগ্য বন্ড, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেটসহ যে কোন সার্টিফিকেট বা অনুরূপ অন্য কোন ইন্সট্রুমেন্ট বা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অবরুদ্ধ (freeze) বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোক (attach) করাইবার জন্য প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন করা হইলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অনুরূপ আবেদনের ভিত্তিতে উক্ত অর্থ বা নগদায়নযোগ্য বন্ড, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেটসহ যে কোন সার্টিফিকেট বা অনুরূপ অন্য কোন ইন্সট্রুমেন্ট বা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোকাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন উক্ত অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকাদেশ প্রদান করিবার পর কোন অভিযোগ বা মামলা দায়ের হইয়া থাকিলে উক্ত অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকাদেশ মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এ অধীন প্রদত্ত অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকাদেশ কোন কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা যে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহা কার্যকর থাকাবস্থায় যাহাতে উক্ত কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা যে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম বা ক্ষেত্রমত বাণিজ্যিক কার্যক্রম যাহাতে অক্ষুণ্ন থাকে সেলক্ষ্যে, প্রয়োজনে, সরকার কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা উপযুক্ত অন্য কোন আদালতের অনুমতিক্রমে প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত অবরুদ্ধ বা ক্রোকাদেশ প্রদত্ত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা মামলা দায়ের করা না হইলে অবরুদ্ধ বা ক্রোকাদেশের মেয়াদ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদনক্রমে আরও ৩০ (ত্রিশ) দিন বর্ধিত করা যাইবে, তবে উক্ত বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্তের পর উক্ত অবরুদ্ধ বা ক্রোকাদেশটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অকার্যকর হইয়া যাইবে।

১৫গ। **তদন্তের সময়সীমা**।—(১) এই বিধিমালার অধীন দুর্নীতি, মানিলন্ডারিং, আয়কর বা অন্য কোন অপরাধের সংশ্লিষ্টতার কারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বিধি ১৫ এর অধীনে গ্রেপ্তার বা আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্তকার্য সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তকার্যের দায়িত্ব প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে উক্ত তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্ধারিত ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইলে, যথাযথ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণক্রমে পরবর্তী ১৫(পনের) দিবসের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবে।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-বিধি (২) এর অধীন বর্ধিত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইলে, উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতিক্রমে তৎপরবর্তী ১৫(পনের) দিবসের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবে।

(৪) এই বিধিতে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তাঁহাকে সহায়তাকারী অন্য সকল কর্মকর্তা তাঁহাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে এবং উক্ত কারণে তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তাঁহাকে সহায়তাকারী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৫ঘ। **স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিবরণ দাখিলের নির্দেশদানের ক্ষমতা**।—(১) বিধি ১৫ এর অধীন কার্য পরিচালনাকালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বা কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তদন্ত পরিচালনার পর, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তি, বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি,

বৈধ উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন বা মালিকানা অর্জন করিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে, তাহার দখলে বা মালিকানায় থাকা সমুদয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিবরণ দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবে; উক্তরূপে কোন নির্দেশ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যদি নির্দেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট নির্দেশ প্রদানের ৭২(বাহাত্তর) ঘন্টার মধ্যে নিজে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট চাহিত তথ্যাদি উপস্থাপন না করেন বা দুর্নীতি সম্পর্কিত কোন অপরাধের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যদি এইরূপ অনুমান করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্যাদি উপস্থাপন না করিয়া এড়াইয়া চলিতেছেন, তাহা হইলে সরকার উক্ত ব্যক্তির নিজ নামে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট রক্ষিত অর্থ বা নগদায়নযোগ্য বন্ড, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেটসহ যে কোন সার্টিফিকেট বা অনুরূপ অন্য কোন ইন্সট্রুমেন্ট বা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা ক্রোকাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন করা হইলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অনুরূপ আবেদনের ভিত্তিতে উক্ত অর্থ বা নগদায়নযোগ্য বন্ড, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেটসহ যে কোন সার্টিফিকেট বা অনুরূপ অন্য কোন ইন্সট্রুমেন্ট বা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোকাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত অর্থ বা নগদায়নযোগ্য বন্ড, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেটসহ যে কোন সার্টিফিকেট বা অনুরূপ অন্য কোন ইন্সট্রুমেন্ট বা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সরকার বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমোদনক্রমে, প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে প্রাপ্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা হইবে।

(৫) যদি কোন ব্যক্তি এই বিধির অধীন আদেশ প্রাপ্তির পর তদনুযায়ী লিখিত বিবৃতি বা তথ্য প্রদান না করেন বা এমন কোন লিখিত বিবৃতি বা তথ্য প্রদান করেন যাহা ভিত্তিহীন বা মিথ্যা মনে করিবার যথার্থ কারণ থাকে, অথবা কোন বই, হিসাব, রেকর্ড, ঘোষণাপত্র, রিটার্ণ বা কোন দলিলপত্র দাখিল করেন বা এমন কোন বিবৃতি প্রদান করেন যাহা ভিত্তিহীন বা মিথ্যা মনে করিবার যথার্থ কারণ থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৫(পাঁচ) বৎসর ও অন্যূন ৩(তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত উক্ত ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।";

(ঘ) বিধি ২১ এর "এই বিধিমালার অধীন কোন অপরাধ" শব্দগুলির পরিবর্তে "এই বিধিমালা বা বিধি ১৪ ও ১৫ তে উল্লিখিত কোন আইনের অধীন কোন অপরাধ করিয়াছেন বা" শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল করিম
সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।